R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
সকলকে ছাপা, পরিষ্কার, রঙ ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৪ সাল ৮ই জুলাই, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ সডাক

সি পি এম যুবনেতার বাধা দানে মহকুমা শাসকের সভা ভণ্ডুল

সাগরদীঘি : গত ২ জুলাই সাগরদীঘি জে এল আর ও অফিসে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক রিনচেন টেম্পো ভূমি সংস্কার সম্বন্ধীয় এক জরুরী বৈঠকে উপস্থিত হন। সভা চলাকালীন জনৈক যুবক বিনা অনুমতিতে সভাকক্ষে প্রবেশ করে জনৈক দোল মণ্ডলের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবিতে চিৎকার শুরু করেন। মহকুমা শাসক তিনি কে এবং কেন এই সরকারী সভায় অনধিকার প্রবেশ করেছেন জানতে চাইলে যুবকটি জানান তার নাম প্রদীপ চৌধুরী, তিনি এখানকার সি পি এমের একজন যুবনেতা। শ্রীচৌধুরী মহকুমা শাসকের আদেশ গ্রাহ্য না করে উদ্ধতভাবে অপমান সূচক কথাবার্ত্তা বলেন, মহকুমা শাসকের সামনে সিগারেট ধরিয়ে ধূমো ছেড়ে গলাবাজি করে দোল মণ্ডলের শাস্তির আদেশ তুলে নেবার দাবী করতে থাকেন। উক্ত যুবককে সভাকক্ষ থেকে বের করতে ব্যর্থ হয়ে মহকুমা শাসক নিজেই থানায় গিয়ে প্রদীপ চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। প্রদীপের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলে তিনি গা ঢাকা দেন ও পরদিন জঙ্গিপুর কোর্ট থেকে জামিন নেন। উল্লেখ্য, দোল মণ্ডল সি পি এমের এক প্রভাবশালী নেতা। তাঁর পরিচালনায় সাগরদীঘি থানার নওপাড়া গ্রামের অনিল ঘোষ ও প্রভাত ঘোষের মালিকানাধীন জমির ফসল জোর করে কেটে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দোল মণ্ডলকে স্কুল শিক্ষকের পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়।

আপিল মামলা পরিচালনার গাফিলতিতে পুরসভাকে দেড়লক্ষ টাকা খেসারত দিতে হবে

রঘুনাথগঞ্জ : ১৩ জন অস্থায়ী কর্মীর স্থায়ীকরণের প্রশ্নে লেবার ট্রাইবুনালের রায় পুরসভার বিপক্ষে যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পুরসভার দুটি ফেরীঘাট কর্তৃপক্ষ কয়েক বৎসর পূর্বে একবার খাস করে নেন ও ১৩ জন অস্থায়ী ঘাটকর্মী নিয়োগ করেন। পরে আবার ঘাট যথারীতি ডাক হয়ে ডাককারীর হাতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই ঐ অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়। কর্মীরা পুর কর্তৃপক্ষের ঐ আদেশের বিরুদ্ধে লেবার ট্রাইবুনালে মামলা করেন। পুর কর্তৃপক্ষের চিরাচরিত অবহেলার জন্য ঐ মামলায় ১৩ জন কর্মী তাঁদের দাবীর অনুকূলে একতরফা ডিগ্রি পান। তৎকালীন পুরসভার নিযুক্ত আইনজীবী নাকি চূড়ান্ত শুনানীর দিনও ট্রাইবুনালে হাজির হননি। ট্রাইবুনালের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুরবোর্ড ঐ মামলা হাইকোর্টে আপিল করা ও প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই মামলা তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় পুরসভার অন্যতম কমিশনার সূর্যানারায়ণ ঘোষালকে। কিন্তু তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে নাকি আজ পুরসভাকে প্রচুর আর্থিক লোক-সানের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। কেননা ঐ মামলার রায়ও যদি কর্মীদের অনুকূলে যায় তবে পুরসভাকে ১৩ জন কর্মীর জন্য প্রায় দেড় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে বলে জনৈক কমিশনার জানান। অভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ, আপিল মামলার পরিচালনায় অমার্জনীয় গাফিলতির ফলেই রায় পুরসভার বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংবাদে আরো প্রকাশ, এই মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ক'বছরে পুর কোষাগার থেকে কত টাকা নেওয়া হয়েছে বা খরচ হয়েছে তার কোন হিসাবও নাকি পুরসভাকে দেওয়া হয়নি। মোট কথা—গৌরী সেনের প্রচুর টাকার শ্রাদ্ধ হলেও আসল কাজ আপিল মামলার তদ্বির তদারক কিছুই হয়নি।

পদত্যাগ নাটকের যবনিকা পড়লো

রঘুনাথগঞ্জ : গত কয়েক মাস ধরে জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি পরমেশ পাণ্ডের পদ-ত্যাগকে কেন্দ্র করে পুরসভার শ্রীঘরুমে যে মহড়া চলছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটলো গত ৭ জুলাই। প্রকাশ, অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পুরপতির পদত্যাগ পত্রটি সভায় পেশ করেন কমিশনার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। পুরপতি নিজে কিন্তু সভায় অনুপস্থিত থাকেন। পদত্যাগপত্রের গ্রহণ বা না গ্রহণের প্রশ্ন উঠলে কংগ্রেস পক্ষের কমিশনার সূর্য্য-নারায়ণ ঘোষাল ও মহঃ কাদের আইনগত প্রশ্ন তুলে পুরপতির উপস্থিতি দাবী করেন। কিন্তু অন্যান্য কমিশনাররা একমত (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বাস ষ্টপেজে নৃশংস হত্যা

সাগরদীঘি : ৮ জুলাই সকাল ৮টা নাগাদ এই থানার জলা বাস ষ্টপেজে এক দঙ্গল মানুষের সামনে শীতলপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিন সেখ নৃশংসভাবে খুন হন। গ্রামের এক মামলায় সাক্ষী দিতে তিনি জঙ্গিপুর কোর্টে আস-ছিলেন বলে জানা যায়। আরও প্রকাশ, তিনি ভিতরে জায়গা না পেয়ে বাসের পিছনে বাম্পারে ঝুলে আসছিলেন। দুর্বৃত্তরা তাঁর গলায় গামছা লাগিয়ে বাসের বাম্পার থেকে নামিয়ে এনে হত্যা করে ও কয়েকটি বোমা ফাটিয়ে তারা শীতলপাড়া গ্রামের দিকে চলে যায়। পরে তারা ঐ গ্রামের কয়েকটি বাড়ীও লুঠ করে। স্থানীয় থানার ওসি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। সংবাদ লেখা পর্য্যন্ত কেও গ্রেপ্তার হয়নি। শীতলপাড়া গ্রামে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। গ্রাম্য দলাদলির জের হিসাবেই এই খুন বলে পুলিশ আমাদের সংবাদদাতাকে জানান।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে আষাঢ়, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

ফটিক জল

'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট-সানুম্—' আজ আর পরিদৃষ্ট হয় না। বর্ষার শুভাগমনের বার্তাবাহী সে মেঘদূত তাহার দৌত্যকার্য সম্পাদনে যেন নারাজ। কৃষক সম্প্রদায় নব-বর্ষার আগমন প্রতীক্ষায় শবরীকেও বুঝি ছাড়াইয়া যাইতেছে। মাঠের পর মাঠ তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর উষ্ণ-দীর্ঘশ্বাস ঝলকে ঝলকে অগ্নিবর্ষণ করিয়া চলিয়াছিল। আষাঢ় মাস শেষ হইতে চলিয়াছে তথাপি প্রত্যাশিত বর্ষার ইঙ্গিত মিলিতেছে না। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘসঞ্চার হইতেছে; কিন্তু সে মেঘ শীকরকণাভারানত নয়; সে মেঘ তাহার বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ লইয়া বিদায় লইতেছে। তাই চাষীরা মেঘ-ময়ীচিকায় বিভ্রান্ত।

আউশ ধান বৃষ্টির অভাবে ঝাড় বাঁধিতে পারে নাই, পাটের বৃদ্ধি ঘটিতেছে না। রাঢ় বাংলায় আমন ধানের বীজতলা প্রায়ই শূন্য। ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী নহেন এমন ভাগ্যবানেরা হয়ত ডীপ-শ্যালো, ক্যানেলের দাক্ষিণ্যে চাষের কাজে হাত দিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা গ্রামবাংলার সামগ্রিক পরিচয়বাহী নয়। তাই দুশ্চিন্তা সর্বত্র। চাষীবাসের জন্য এই রাজ্য এখনও অনেকাংশে বৃষ্টিনির্ভর বলিয়া অনেকেই বৃষ্টির জন্য হা-প্রত্যাশা করিতেছেন। বস্তুতঃ 'তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি রস মধু ভরি বুকে মৃত্তির'—এই কবিকথা পূর্বে বর্ণে বর্ণে ফলিত। কালবৈশাখীর আগমন তাই সকলের পরম কাম্য ছিল। কলিকাতা নগরীর ময়দান মাঝে মাঝে জলাশয়ের রূপ পরিগ্রহ করিলেও গ্রামাঞ্চলে নিষ্করুণ প্রকৃতির করালবদন ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। আলোচ্য নিবন্ধ লিখিবার কালে আকাশে মেঘ দেখা গেলেও উপযুক্ত বর্ষণ হইতেছে না।

মনে হয়, জলবায়ুর ধারা বদলাইয়া গিয়াছে। ঋতুর বুঝি পরিবর্তন হইতেছে। এই নৈসর্গিক বিকৃতি কেন? সে কি পৃথিবীব্যাপী পার-মাণবিক বিস্ফোরণ, অন্তরীক্ষে উপগ্রহ চালনা, নির্বিচারে অরণ্যের ধ্বংসসাধন প্রভৃতির ফলশ্রুতি? বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতার অগ্রগতি যতই ঘটিতেছে, ততই কী এক অশুভ ইঙ্গিত মিলিতেছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষা ঋতু না হইয়া ভাদ্র ও আশ্বিন হইয়াছে। তাই তদুপযোগী ধানবীজের ও চাষীবাসের হয়ত প্রয়োজন হইতে পারে। বৎসরের পর বৎসর বৃষ্টির অনিশ্চয়তা লইয়া আর অপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং চাষের ব্যাপারে নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। নতুবা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া সকাতর 'ফটিক জল' অরণ্যে রোদন হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

গ্রামের রাস্তা তৈরী প্রসঙ্গে

গত ১৭ই জুন তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিনিধির প্রেরিত 'বিধায়ক কংগ্রেস বলে রাস্তা ভালো হয় না' শীর্ষক শিরোনামে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ সংবাদে বলা হয়েছে, সুজাপুর, জেঠিয়া, রাজা-নগর, নূতনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়ে যে রাস্তা আছে সেটির উন্নয়ন বা সেটিকে চলাচলের উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে না বলে কিছু গ্রামবাসীর মতামত এর নাম দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। এই রাস্তাটির উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য—'ইমপ্রুভ-মেণ্ট অব রোডস ফ্রম সুজাপুর মোড় টু নূতনগঞ্জ ঘাট ভায়া বৈকুণ্ঠপুর, জেঠিয়া, রাজানগর' নামে ১৯৮৬-৮৭ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিকল্পনাধীন আর, এল, ই, জি, পি, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট ব্যয় করা হবে ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে ২৫.১.৮৭ তারিখ থেকে সুজাপুর মোড় হতে এ রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্য্যায়ে দুই কিমি মাটির কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। রোলার পাওয়া গেলেই মোরামের কাজ আরম্ভ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বর্ষার পরে পরবর্তী পর্য্যায়ের মাটির কাজ শুরু হবে বলে আমি আশা রাখি। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদনে আরোও উল্লেখ করা হয়েছে এই এলাকার বেশীর ভাগ লোক কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য ঐ রাস্তাটির উন্নয়ন হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য একটি রাস্তার উন্নয়নের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর বিগত নির্বাচনের ফলাফলও আপনাদের এই অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণ করে না। আমার অনুরোধ এই বক্তব্যটি আপনাদের পত্রিকায় অনুগ্রহ করে প্রকাশ করে জনমানসে বিভ্রান্তি দূর করবেন এবং এই ধরনের সংবাদ পরিবেশনের আগে তাহার সত্যতা ও যথার্থ্যতা পরীক্ষা করে প্রকাশ করলে পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন। ইতি

ভবদীয়
অনিল মুখার্জী, সভাপতি
রঘুনাথগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতি

[প্রতিবাদকারীর বক্তব্য থেকেই প্রমাণ হয় এবছরেই তাঁরা কাজে হাত দিয়েছেন, যদিও রাস্তাটি মেরামতের গুরুত্ব বহুদিন পূর্বেই বোঝা উচিৎ ছিল। ফলে মানুষের বিক্ষোভকে তাঁদের বিরুদ্ধমুখী হবার সুযোগ তাঁরাই সৃষ্টি ক.রছেন। সাংবাদিকের কর্তব্য গণবিক্ষোভকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলে কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমরা সেটুকুই করেছি মাত্র এবং মানুষের বিক্ষুব্ধ বক্তব্যটুকু তুলে ধরেছি। কোন অভিযোগই যে মন-গড়া নয় তা প্রতিবাদকারীর বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়। —সম্পাদক]

ভেটেনারি ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সংগঠনের সভা

জঙ্গিপুর: গত ২৪ জুন ভেটেনারী ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সংগঠনের এক সাধারণ সভা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রভাতকুমার দাস। কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষে দুজন সদস্য সভায় যোগদান করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে রণজিৎ ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন—বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য গো সম্পদ রক্ষা করা। এ কাজ করতে গেলে পশু চিকিৎসা বিভাগকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ঘরে ঘরে পশু চিকিৎসার সরকারী সুযোগ পৌছে দিতে হবে। সভ্যদের শুধুমাত্র নিজে-দের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করলেই হবে না, তার সাথে সাথে সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় সে চেষ্টা করতে হবে। সঠিক সময়ে অফিস আসতে হবে যাতে গ্রামের মানুষ অযথা হয়রাণ না হন। পশু রোগ নিবারণের টিকা দেওয়ার উপকারিতা প্রচার করতে হবে। উদ্যোগ নিয়ে সেই কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। পশুরোগ যাতে সংক্রামিত না হতে পারে তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বর্ষার পূর্বেই পশু চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র স্থানীয় অফিসে ও পশু হাসপাতালে মজুত রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ সকলকেই জনদরদী ভূমিকা নিতে হবে। জন-গণের সামনে নিজেকে সৎ ও দরদী বন্ধু হিসাবে প্রতিভাত করাই হবে সদস্যদের প্রধান কর্তব্য।

ক্রিমিন্যালরাও বন্দুকের লাইসেন্স পাচ্ছে—অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ: স্থানীয় থানার অনুসন্ধানের গাফিলতির ফলে এ অঞ্চলের ক্রিমি-ন্যালরাও বন্দুকের লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছে বলে শান্তিপ্রিয় মানুষদের অভিযোগ। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানান—তিনি বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকদিনই থানায় গিয়ে কয়েকজন পরিচিত সমাজবিরোধীকে ওসির সঙ্গে বন্দুকের লাইসেন্সের ব্যাপারে আলোচনা করতে দেখেন।

সরকারী কর্মীদের মাছের ব্যবসা জমে উঠেছে

রঘুনাথগঞ্জ: স্থানীয় মহকুমা শাসক অফিসের সীমানার ভিতরের পুষ্করিণীটি মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য স্বল্প মূল্যে জমা নিয়ে ঐ অফিসের কর্মচারীদের এক অংশ মুনাফা লুটছেন বলে সংবাদ। পূর্বে জঙ্গিপুর সংবাদে এ ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশ করেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়নি। খবরে প্রকাশ বর্ত্তমানে ডিমপোনা ছাড়ার মরশুমে মহকুমা শাসকের অফিসের বেশ কিছু কর্মীকে বেলা ১১/১২ টায় অফিসের সময় ডিমপোনা কেনায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে বলে স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন।

শ্রমিকরা অনাহারের মুখে

ধুলিয়ান: রতনপুর ডাক বাংলোর অবস্থিত শ্যাম বিড়ি কোং গত ২/৩ মাস যাবৎ বন্ধ থাকায় কয়েক হাজার বিড়ি শ্রমিক দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। বিড়ি বাঁধাইয়ের আয়ের উপর নির্ভরশীল প্রায় ৫-৬ হাজার মানুষ অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বিড়ি শ্রমিক ইউ-নিয়ন গুলি এ ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার হয়ে রয়েছেন। এ এলাকার শ্রমিকদের বিড়ি বাঁধা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে মালিক পক্ষের বক্তব্য মুন্সিদের কাজ-কর্মে গাফিলতি ও মালিকদের সাথে অসহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার কোম্পানীকে ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। অগত্যা কারখানা বন্ধ করে দিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয় অভিজ্ঞ মহল মনে করেন—ইউ-নিয়নগুলি, মালিকপক্ষ ও সরকারি পক্ষ একত্রে মিলে অবিলম্বে কারখানা খোলার ব্যবস্থা না করলে শ্রমিক পরিবারগুলোকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়।

পরীক্ষা কেন্দ্রে অশান্তি

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ৬ জুলাই স্থানীয় ডি, এন কলেজে বি-এ, বি-এসসি পরীক্ষা চলাকালীন একজন ছাত্রের কাছ থেকে সামান্য কারণে খাতা কেড়ে নিলে হলের অন্য ছাত্ররা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। শেষে পুলিশ পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পরিস্থিতি শান্ত করে।

বেআইনী পিস্তল সমেত দু'জন গ্রেপ্তার

ফরাক্কা ঃ গত ১ জুলাই নয়নসুখে মিলন দাসের মিষ্টির দোকান থেকে পুলিশ একটি বেআইনী পিস্তল উদ্ধার করে। প্রকাশ, ঐ থানার রঘুনাথপুর গ্রামের উজ্জ্বল দাস নামে জনৈক যুবক একটি বেআইনী পিস্তল দেখিয়ে স্কুলের শিক্ষক ও গ্রামের মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার ঘটায়। খবর পেয়ে পুলিশ উজ্জ্বল দাসকে গ্রেপ্তার করে ও তার কথা মতো উক্ত মিষ্টির দোকানে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটি উদ্ধার করে। উজ্জ্বল ও মিলন দু'জনেই এখন জেল হাজতে।

নজরুল জয়ন্তী

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২ জুলাই স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে এস ইউ সির লোকাল কমিটির উদ্যোগে সংগীত, আবৃত্তি ও আলোচনার মাধ্যমে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৃণাল ব্যানার্জী ও প্রধান বক্তা ছিলেন অপূর্ব ব্যানার্জী।

স্থানীয় সমস্যার উপর কনভেনসন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২ জুলাই স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে এখানকার স্থায়ী সমস্যার উপর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদ সদস্য এনামুল হক। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি কনভেনসনে উপস্থিত হন। অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, মানিক চট্টোপাধ্যায়, অজিত চৌবে তাঁদের ভাষণে পদ্মাভাঙ্গন প্রতিরোধ, জঙ্গিপুরে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পারাপারের সমস্যা সমাধানে গঙ্গার উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ উল্লেখ করেন।

আফ্রিকা দিবস উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৬ জুন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে তিন শতাধিক যুবকের উপস্থিতিতে 'আফ্রিকা দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মহান বিপ্লবী নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তির দাবীতে ও সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতিবাদে যুব কর্মী সমাবেশ ঘটে। সমাবেশে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য উদয় ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহঃ গিয়াসুদ্দিন বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ শেষে এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

কঙ্কাল উদ্ধার হ'ল

ফরাক্কা ঃ গত ২৪ জুন এই থানার বিহার সীমান্তের এক গ্রামে ডাকাতি করতে গিয়ে দুর্ধর্ষ তুলসী ঘোষ ও তার দলবল ধরা পড়ে। গত ২৫ নভেম্বর রূপডিহি মাঠে ঐ গ্রামের মাজারুল সেখকেও ওরা খুন করে। তদন্তে পুলিশ কুকুরও আসে। কিন্তু মাজারুলের মৃত দেহের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে সময় পুলিশ তুলসী ঘোষের দলবলকে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ধৃত তুলসী ও তার দলবলের উপর পুলিশ চাপ সৃষ্টি করলে তারা স্বীকার করে মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। স্থানীয় বিডিওর উপস্থিতিতে পুলিশ রূপডিহির জঙ্গলের মাটি খুঁড়ে মাজারুলের কঙ্কাল উদ্ধার করে।

প্রচুর বীজ আছে

কৃষি সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকে বিশেষ ধান্য উৎপাদন প্রকল্পে অনুদানে বিক্রয়যোগ্য প্রচুর ধানের বীজ মজুত আছে। এক সাক্ষাৎকারে জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক সুনির্মল দাস এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, বিক্রয়যোগ্য ছয় টন উচ্চফলনশীল ধানবীজের মধ্যে এখন পর্যন্ত কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের মাধ্যমে বিক্রী হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন টন ধান বীজ। অবশিষ্ট বীজ বিক্রী হচ্ছে এবং আবহাওয়ার অনিশ্চিয়তার মোকাবিলায় চাষীকে নতুন করে বীজতলা করার জন্য এখন থেকেই ধানবীজ কেনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে হঠাৎ ভালো বর্ষা নামলে বীজতলার বীজের বয়স পার হয়ে গেলেও চাষী নতুন করে বীজতলা করার জন্য বীজের অভাব বোধ না করেন। এ ব্যাপারে চাষীদের নিজ নিজ এলাকার কৃষি প্রযুক্তি সহায়কের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহকুমার খরা পরিস্থিতি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঠে ৭০% চারা রোয়ার উপযোগী হয়ে পড়েছে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে রোয়া যাচ্ছে না, চারার বয়স বেশী হয়ে যাচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ভারী বর্ষা না নামলে এই চারা আর রোয়া যাবে না। চাষীকে নতুন করে বীজতলা করতে হবে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

বাণীপুর ঃ গত ৫ জুলাই রাত্রে সুধীর সেন নামে মিয়াপুরের এক তরুণ ট্রেনের নীচে মাথা দিয়ে মারা মারা। প্রকাশ, ১৫/১৬ বছরের তরুণটি এ বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। বাড়ীতে সামান্য কারণে বকাবকির জন্যই নাকি এই মৃত্যু।

দশটি বছর ছিল নতুন সম্ভাবনায় উজ্জ্বল

দশ বছর আগে মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। মাঝে আরও দুবার মানুষ রায় দিয়েছেন আমাদেরই পক্ষে। বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বারের মত কাজ শুরু করেছে।

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনাই ছিল আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই রাজ্য সারাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রবর্তী ঘাঁটি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। সারাদেশের বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যেও আমরা এই ঐতিহ্য বজায় রাখব।

মানুষের সহযোগিতায় আমাদের নিম্নতম কর্মসূচীর রূপায়ণ আমরা করে চলেছি। গ্রামীণ অর্থনীতির বৈষম্য আমরা সাধ্যমত দূর করব। বাড়তি জমি ভূমিহীনদের মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে। গ্রামের গরীবের অধিকারগুলি সুরক্ষিত হচ্ছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ জনগণের উদ্যোগের প্রতীক।

অবহেলা ও বঞ্চনার মাঝখানেও রাজ্যের শিল্প পরিবেশের আমরা মোড় ঘোরাতে চাইছি। রুগ্ন শিল্প পুনরুদ্ধার, ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রসার এবং বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমরা সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে যাব। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে সুস্থ আবহাওয়া। সংস্কৃতি, খেলাধূলা সব কিছুতেই আমরা নতুন পদক্ষেপ নিতে চাইছি। এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার দেশব্যাপী সংকটের বিরুদ্ধে এক বিকল্প নীতির ভিত্তিতে, বিকল্প পথে চলতে চায়। আর এর জন্য আমরা চাই জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।
মেমো নং ২৮০ (২০) তাং ২৫-৬-৮৭

গভর্নিং বডির নির্বাচন

জঙ্গিপুর, ৮জুন—স্থানীয় কলেজে আজ অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে তথাকথিত দু'পক্ষের স্বপন মুখোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী, জয়কৃষ্ণ শুকুল এবং বিমলেন্দু দে নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থার জঙ্গিপুর কলেজ শাখার আহ্বায়ক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় মাত্র সাত ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। মোট ৫৩ জন অধ্যাপকের মধ্যে ৫০ জনের উপস্থিতিতে ছাত্রমহল আশান্বিত। কেননা অন্যান্য দিন শতকরা ৫০ জনও উপস্থিত থাকেন কিনা সন্দেহ?

পশু চিকিৎসার নামে অযথা অর্থব্যয় হচ্ছে

ফরাক্কা: এখানকার কৃষক ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের অভিযোগ, তাদের সংসার প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ গৃহপালিত পশুগুলি চিকিৎসার অভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে মারা পড়ছে। ফলে চাষের বলদ দুধেল গায়, মোষ, হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া পালন করে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অভিযোগে জানা যায়, ব্লক বা সরকারী স্তরে যে সমস্ত পশু চিকিৎসালয় আছে সেগুলো শুধু সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে ঠাট বজায় রাখে। কোন ওষুধপত্র তো পাওয়া যায় না, পরন্তু ডাক্তারবাবুদেরও দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা। নগদ পয়সা ছাড়া ডাক্তারবাবুদের দেখা পাওয়া মুস্কিল। পশু চিকিৎসার নামে সরকারী পয়সায় উচ্চ পদস্থ আমলা পোষাই সার হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি দরখাস্তকারিণী রফিনা বিবি, স্বামী উমর সেখ, সাং শোভাপুর, জেলা মালদা গত ইং ২৯-৪-৮৬ তারিখে জঙ্গিপুর S, D. J. M, আদালতে আমার নিজের খোরপোষের দাবিতে মাসিক ৪০০ (চারশত) টাকা হিসাবে আমার স্বামী উমর সেখ, পিতা সুজার্দ্দি সেখ, সাং কারবোলা আঁকুড়া, থানা ফরাক্কা, জেলা মুর্শিদাবাদ-এর বিরুদ্ধে খোরপোষের মোকর্দ্দমা নং M ১১০/৮৬ দায়ের করিয়াছি। উক্ত মোকর্দ্দমার একাধিক দিন পার হওয়া সত্ত্বেও আমার স্বামী হাজির হয় নাই। বর্তমানে উক্ত মোকর্দ্দমার দিন S. D J. M. আদালতে আগামী ২৫-৭-৮৭ তারিখে ধার্য আছে। উক্ত দিনে অপরপক্ষ অর্থাৎ আমার স্বামী উপস্থিত না থাকিলে একতরফা শুনানীর জন্য দরখাস্ত দাখিল করিব।

রফিনা বিবি
১ম পক্ষ

দালালে ছেয়ে গেছে

ধুলিয়ান: অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুরি ভুরি। রোগীদের অভিযোগ আউটডোরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয় ডাক্তারের অভাবে। তার উপর ওষুধপত্র কিছুই মেলে না। বাজারে কিনে নিতে বলা হয়। ইনডোরে ভর্তি হতে গেলে ডাক্তারবাবুদের দক্ষিণা না দিলে বেড পাওয়া যায় না। দালাল আনাগোনা করে চারিদিকে। তারা রোগীদের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে বেড কিংবা ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। সেক্ষেত্রে দালাল ও ডাক্তার উভয়েরই ফি গুণতে হয় অসহায় রোগীকে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ—এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোন প্রশাসন আছে বলে মনে হয় না। যে কয়জন ডাক্তার আছেন তাঁরা সব সময়েই নিজেদের চেম্বারে ফি নিয়ে রোগী দেখতে ব্যস্ত। এমন কি বেশী পয়সা ফেললে বাড়ীতে গিয়েও রোগী দেখে আসেন বলে স্থানীয় মানুষ জন জানালেন। তাঁরা আরোও অভিযোগ করেন, ভারপ্রাপ্ত এম, ও কে বললেও কোন ফল হয় না। রোগীদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে অমানবিক ব্যবহার করা হয়। তারা বলেন এ হাসপাতালে দালালরাই সব। দালাল না ধরলে কোন কাজই করা যায় না।

যবনিকা পড়লো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হন যে এ রকম কোন বাধ্যবাধকতা পুর আইনে নেই। প্রতিবাদে উক্ত দুই কমিশনার সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতেই ঐ বিষয়ের আলোচনা ও পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। সভায় স্থির হয় উপ-পুরপতি নূতন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুরপতির কাজও চালিয়ে যাবেন। জানা যায় আগামী ১৫ জুলাই পুরপতি নির্বাচনের দিন ধার্য্য হয়েছে।

যা চান তাই পাবেন

অ ব শে ষে

ভোম্বল পণ্ডিতের দোকান

(রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়ের সামনে)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর পল্লীতে জঙ্গিপুর সিভিল কোর্ট ও পি ডব্লিউ ডি অফিসের পার্শ্বে ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী জায়গা প্লট করে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

স্বর্ণদ্যুতি নাথ
হরিদাসনগর
পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সকলের প্রশংসিত

এল এণ্ড টি, মোদি, এ সি সি এবং দুর্গাপুর সিমেন্ট নির্ভয়ে ব্যবহার করুন।

এদের উচ্চ শক্তি, সুনিশ্চিত মূল্য ও অপরিবর্তিত উৎকর্ষতা আপনাকে নিশ্চিত করবে।

তাই নানা প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার:

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ) ॥ ফোন: জঙ্গিঃ ২৫

ব্রাঞ্চ: ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন: রঘুঃ ১৬৬

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণের সাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

VIP সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।